দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 FEB 2010
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

সাংবাদিকদের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

রাবিতে আবারো সাংবাদিক পেটালো ছাত্রলীগ ক্যাডাররা

রাজশাহী অফিস : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারো সাংবাদিক পিটালো ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। গতকাল দুপুরে হলের কক্ষে পড়াশোনারত ইনকিলাবের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা সামছুল আরেফিন হিমেল ও বাংলাবাজার পত্রিকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি বিএম শাহাজাহান বিশ্বাসকে পিটিয়ে আহত করেছে ক্যাডাররা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত '১১ ফেব্রুয়ারী ১০ সাংবাদিককে পেটানোর পর ১০দিন পার হতে না হতেই গতকাল ফের ছাত্রলীগ কর্মীরা দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করে। গতকাল দুপুর আড়াইটায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের ২৮১ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করে হিরু (সমাজকর্ম), জুয়েল (গণিত মাস্টার্স), শরীফ (হিসাব বিজ্ঞান ৪র্থ বর্ষ) এবং মেহেদীসহ ৭/৮ জন ছাত্রলীগ কর্মী ওই দুই সাংবাদিককে পিটিয়ে পৃঃ ৫ কঃ ৬

রাবিতে আবারো সাংবাদিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আহত করে। পরে আহত সাংবাদিকদের রাবির মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসা দেয়া হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকরা হামলাকারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কারের দাবী জানিয়েছে। একই ঘটনায় আহত সাংবাদিকরা মতিহার থানায় একটি মামলা এবং জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে। এর আগে গত ১১ ফেব্রুয়ারী সংবাদ ও ছবি সংগ্রহ করতে গেলে ছাত্রলীগ কর্মীরা চ্যানেল আই'র বিশেষ প্রতিনিধি (ঢাকা থেকে আগত) মোস্তফা মল্লিক, ক্যামেরাম্যান মঈন, দৈনিক আমার দেশ'র রাজশাহী ফটো সাংবাদিক আসাদুজ্জামান আসাদ, প্রথম আলো'র আজহার উদ্দিন, নিউ এইজ'র সৌমিত্র মজুমদার, কালের কণ্ঠ'র নজরুল ইসলাম জুল, সানশাইন'র রবি, ইনকিলাবের রাবি প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম, যুগান্তরের সাজেদ সাদ্য ও বিডিনিউজের আতিকুর রহমান তমালকে পিটিয়ে আহত করে।

গতকাল দুপুর আড়াই টায় ছাত্রলীগ কর্মীরা শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে দৈনিক ইনকিলাবের রাবি সংবাদদাতা সামছুল আরেফিন হিমেল-এর ২৮১ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এ সময় হিমেল কিছু বলে ওঠার পূর্বেই ছাত্রলীগ কর্মীরা রড ও লোহার বেল দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এ সময় বাংলাবাজার পত্রিকার সাংবাদিক শাহজাহান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাকেও পিটিয়ে আহত করে। হলে অবস্থানরত পুলিশের কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যায়। পরে দুপুর তিনটার দিকে হল প্রাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আখতার ফারুক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত দুই সাংবাদিককে উদ্ধার করে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দেন। পরে খবর পেয়ে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত সাংবাদিকদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য রাবি মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করে। তাৎক্ষণিকভাবে রাবি ছাত্রলীগ সভাপতি আওয়াল কবির জয়, সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম হোসেন মুন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযুক্ত চার ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার ও দলের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দেয়। তবে এর আগে ১০ সাংবাদিককে পেটানোর পর একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিলেও আজ পর্যন্ত তার কার্যকর কোন পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। ঘটনা ঘটার পর ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কারের ঘোষণা দেয়া হলেও বিভিন্ন সময় ওই বহিষ্কৃত কর্মীরাই পুনরায় সাংবাদিকদের পিটাচ্ছে।

ঘটনার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকরা গতকাল বিকেলে তাৎক্ষণিক এক বৈঠক করে হামলাকারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কারের দাবী জানান। এ সময়ের মধ্যে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পরবর্তীতে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেয় সাংবাদিকরা। বিকেলে আহত সাংবাদিকরা মতিহার থানায় একটি মামলা এবং জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছে।

নিন্দা ও প্রতিবাদ : এদিকে ছাত্রলীগের হামলায় দৈনিক ইনকিলাব ও বাংলাবাজার পত্রিকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদদাতা আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়ন, রাজশাহী সিটি প্রেসক্লাব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গতকাল রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রফিকুল ইসলাম বকুল ও সাধারণ সম্পাদক সাদরুজ্জামান শাহীন বলেন, মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা সাংবাদিকদের ওপর ক্ষীপ্ত হয়ে পড়ে। এর আগে তারা গত ১১ ফেব্রুয়ারী রাবিতে ১০ সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করে। অবিলম্বে হামলাকারী ছাত্রলীগ কর্মীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়ে রাবি প্রশাসনকে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবী জানান। রাজশাহী সিটি প্রেসক্লাব নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তারা অবিলম্বে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী জানান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বোখারী আজাদ রনি ও সাধারণ সম্পাদক এরশাদুল বারী কর্নেল এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, রাবিতে বেপরোয়া ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা সাংবাদিকদের ওপর বার বার হামলা চালিয়ে তাদেরকে আহত করছে। অবিলম্বে ছাত্রলীগের এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান তারা। একই ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল, ছাত্রফ্রন্ট ছাড়াও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন।

একই ঘটনার প্রতিবাদে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতি রেজাউল করিম রাজু তীব্র নিন্দা জানান। অবিলম্বে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া না হলে সাংবাদিক সমাজকে সাথে নিয়ে আন্দোলনে নামার কথা বলেন। তিনি বিষয়টি নিয়ে রাজশাহী সিটি মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনের সাথে আলাপ করেন। মেয়র বিষয়টি খতিয়ে দেখে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানান।

রাবির এসএম হলে ছাত্রলীগের ভাঙচুর লুটপাট

রাবি সংবাদদাতা : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হলে (এসএম হল) গতকাল বিকেলে কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর ও লুটপাট করেছে ছাত্রলীগ কর্মীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকেলে হল শাখা ছাত্রলীগ নেতা তৌহিদুল ইসলাম তাজিমের নেতৃত্বে ১০/১১জন নেতাকর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম (এসএম) হলের ছাত্রশিবির নিয়ন্ত্রিত ব্লকসহ বেশ কয়েকটি রুমের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় কক্ষগুলোতে থাকা কম্পিউটার, ফ্যান, মূল্যবান আসবাবপত্র, ও বই পুস্তকসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লুটপাট করে। এ সময় কক্ষগুলোতে ব্যাপক ভাংচুর চালায় ছাত্রলীগ কর্মীরা। এ ব্যাপারে শাহ মখদুম হলের প্রাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. দুলাল চন্দ্র রায় এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কিছুই জা... সাংবাদিকদের জানান।